মধ্যে কোনও একটিতে কামনা না রাখিয়া একমাত্র ভগবৎসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিত ভক্তি অকৈতবা। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে যে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বরূপসিদ্ধাভক্তির পরমসামর্থ্য ; যদি কেবল সেই শ্রীভগবানেরই অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেই সেই স্বরূপসিদ্ধাভক্তি অকৈতবা। এই ভক্তিকেই অকিঞ্চনা নামে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় ৭। ৭। ৪৪ শ্লোকে অসুর-বালকগণকে বলিয়াছিলেন—

"ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরেরন্যদ্‌বিড়ম্বনম্‌ ॥"

দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ এবং নিখিল ব্রত প্রভৃতি সকলই হরিসাধনের অভিনয়মাত্র। যেহেতু শ্রীহরি একমাত্র অমলা অর্থাৎ নিষ্কামা ভক্তিদ্বারাই তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল নরোত্তঠাকুর মহাশয় বলেন—

হরি হরি কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল
নাহি ভেল হরি অনুরাগ ॥
যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্য কর্ম্ম জপ ধ্যান
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥

এইক্ষণ আরোপসিদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাবর্জ্জিতং"—ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদ্‌বিমুখভাব নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সকাম-নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মই নিন্দিত। যিনি যতই সৎকার্য্য করুন না কেন, যদি ভগবদনুসন্ধান হৃদয়ে না থাকে, তাহা হইলে সকল কার্য্যই অসৎ। তন্মধ্যে দৈহিক ও ব্যবহারিক চেষ্টাও ভগবানে অর্পিত হইলে সেই ব্যবহারিক দৈহিক চেষ্টাই যদি ভগবদ্ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে বৈদিক কর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা যে ভগবদ্ধর্ম্ম হইবে—তাহাতে আর সংশয় কি আছে ? ইহাই দেখাইবার জন্য সেই ব্যবহারিক ও দৈহিক চেষ্টারও ভগবদ্ধর্ম্মতা বলিতেছেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনাবানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ, নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥ ১১। ২ ॥